রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ ভাদ্র, ১৪৩০ মোতাবেক ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

নিম্নলিখিত বিলটি ২০ ভাদ্র, ১৪৩০ মোতাবেক ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৩০/২০২৩

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১০ সনের ৪২নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন**।—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১নং আইন)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

মূল্য : টাকা ৪.০০

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "Ordinance এর" শব্দগুলির পরিবর্তে "আইনের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০১০ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর—

(ক) "(১)" বন্ধনী ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত "Electricity Act, 1910 (Act No. IX of 1910)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭নং আইন)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত "Boilers Act, 1923 (Act No. V of 1923)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "বয়লার আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ৬নং আইন)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) দফা (ছ) এ উল্লিখিত "Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1953)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২নং আইন)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) দফা (ঠ) এ উল্লিখিত "মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২নং আইন)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭নং আইন)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(চ) দফা (ড) বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০১০ সনের ৪২নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩৪। **বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর প্রযোজ্যতা।**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২নং আইন) এর বিধানাবলী, এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে, প্রযোজ্য হইবে।"

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে ২০১০ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২নং আইন) আইন প্রণয়ন করা হয়। সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত "Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982)" রহিতপূর্বক "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১নং আইন)" প্রণীত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ৬ এ "Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982)" এর স্থলে "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১নং আইন)" প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

০২। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ১৩ এ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং এর প্রতিষ্ঠানসমূহকে কতিপয় আইন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি আইন পরবর্তীতে রহিত হওয়ার ফলে এবং তদস্থলে নতুন আইন প্রণীত হওয়ার কারণে ধারা ১৩ এ সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান ধারা-১৩ এ উল্লিখিত Electricity Act, 1910; Boilers Act, 1923; Income-tax Ordinance, 1984 এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ রহিতপূর্বক তদস্থলে মহান জাতীয় সংসদে প্রণীত বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮; বয়লার আইন, ২০২২; আয়কর আইন, ২০২৩ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৩। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের জন্য এ যাবৎ পৃথক কোনো শ্রম আইন প্রণয়ন করা হয়নি। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ কেবল রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের শিল্প প্রতিষ্ঠান আভ্যন্তরীণ বাজার-চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানিমূখী-এ উভয় উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। কাজেই, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা-৩৪ সংশোধন করা আবশ্যক।

আ, ক, ম মোজাম্মেল হক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চামুগং, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd